ইসলামে নারীর মর্যাদা

মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খাঁন

ভাষান্তর
সাজিদা খাতুন, বি.কম

ইসলামে নারীর মর্যাদা

লেখকের নাম

মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খাঁন

ভাষান্তর ঃ সাজিদা খাতুন, বি.কম

প্রকাশক ঃ নাজারত নশর ও এশায়াত
সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া,
কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব

সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০২০ (ভারত)

সংখ্যা ঃ ১০০০

মূদ্রণে ঃ ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস,
কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব

Woman In Islam

by

Muhammad Zafrulla Khan

Translated into bengali by
Sajida Khatun B.com

1st Edition Bengali
September, 2020 (India)

Copies
1000

Published by
Nazarat Nashr-o-Ishaat
Sadr Anjuman Ahmadiyya,
Qadian-143516, Gurdaspur,
Punjab

প্রকাশকের কথা

"Woman in Islam" শিরোনামে পুস্তিকাটি মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খাঁন রচিত একটি অনবদ্য পুস্তিকা। পুস্তিকাটি ১৯৮৮ সালে রচিত হয়েছিল। পরবর্তিতে এর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে "ইসলামে নারীর মর্যাদা" নামে এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ করেছেন মোহতরমা সাজিদা খাতুন সাহেবা।

পুস্তিকাটির কম্পোজ করেছেন মোহতরমা বুশরা হামিদ সাহেবা। এবং প্রুফ রিডিং করেছেন মোহতরমা নূর জাহান বেগম সাহেবা। পুস্তিকাটির রিভিউ জনাব জাহিরুল হাসান সাহেব, ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান এবং জনাব শেখ মোহাম্মদ আলী সাহেব, সদর এশাআত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ করেছেন ।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)–এর অনুমোদনে পুস্তিকাটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

অনুবাদ এবং পুস্তিকাটির প্রকাশনার সাথে যারা যেভাবে জড়িত আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমিন।

সেপ্টেম্বর ২০২০
কাদিয়ান

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়া'ত কাদিয়ান

সূচীপত্র

*	প্রকাশকের কথা	3
*	প্রসঙ্গত	5
*	ইসলামে নারীর মর্যাদা	6
*	আধ্যাত্মিক সমতা	8
*	বৈচিত্রময় কর্মক্ষেত্র	11
*	বিবাহ	13
*	স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী	15
*	বিচ্ছেদ	17
*	বহুবিবাহ	22
*	মা	24
*	মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থান	26
*	পুরুষ এবং মহিলাদের সুরক্ষাব্যবস্থা	30
*	নবী করিম (সা.)র বিশেষ চারিত্রিক সৌন্দর্য	34

বিসমিল্লা হির রাহমানির রাহিম

প্রসঙ্গত

বর্তমান সমাজব্যবস্থার এই উন্নত যুগে অনেক সমাজে আজও একজন মহিলাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয়। পুরুষরা যেসব বিভিন্ন মৌলিক অধিকার উপভোগ করে তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে তারা নিজেদের জন্য একটি সমান মর্যাদা অর্জনের লড়াইয়ে জয়লাভ করেছে যা দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে আধুনিক পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলিতে তাদেরকে কার্যত আরও বেপরোয়া ও লাগামহীন করে তুলেছে। সেখানে এই দোদুল্যমান অবস্থা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে তাদের চালিত করে আধুনিক সমাজে অশ্লীলতার পথ উন্মুক্ত করেছে। এই পুরুষ-অধ্যুষিত বিশ্বে পশ্চিমা জাতিরা প্রায়শই মুসলমান নারীকে পিছিয়ে থাকা অনুন্নত শ্রেণী বলে বিবেচনা করে এসেছে।

এর বিপরীতে, ইসলামই সর্বপ্রথম ধর্ম যা নারীজাতিকে এমন মর্যাদা দান করেছে যা ইতিপূর্বে কেউ এমন মর্যাদা দান করেনি। ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে শতাধিক এমন শিক্ষা রয়েছে, যা নর-নারী নির্বিশেষে উভয়ের ক্ষেত্রেই একইভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম কর্তৃক প্রচারিত ও রূপায়িত নারী-পুরুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক সাম্যতা প্রশ্নাতীত। পবিত্র কুরআনের সুনির্দিষ্ট আয়াতসমূহ যা পুরুষ বা স্ত্রীলোকদের সম্বোধন করে, তা পালন করতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করে।

এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটিতে যা মূলত কুরআনের পবিত্র শিক্ষার উপর ভিত্তি করে রচিত তা মুসলিম মহিলাদের সঠিক জীবন উপভোগ করার অধিকার, তাদের বৈচিত্রপূর্ণ কর্মক্ষেত্র, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, বহু বিবাহের ধারণাগুলি এবং কীভাবে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধগুলি ইসলামে সংরক্ষণ করা হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। পশ্চিমাদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে তাঁর লেখনীর জন্য আমি বিশেষ করে মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খাঁনের কাছে কৃতজ্ঞ।

সেখ মোবারক আহমদ
ইমাম, লন্ডন মসজিদ

ইসলামে নারীর মর্যাদা

নরনারীর দাম্পত্যজীবনকে সুখময় করে তুলতে ইসলামের স্বর্গীয় পরিকল্পনাগুলির মধ্যে একটি হল যে ইসলাম নারীকে একটি সম্মানজনক মর্যাদা দান করেছে। সাংসারিক সুখ-শান্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সম্পর্কের মধুরতা ও ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে এ কল্যাণময় বিধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পবিত্র কোরআন এ কথায় জোর দেয় যে যেহেতু খোদাতাআলা তার পরিপূর্ণ ঐশীজ্ঞানের ভিত্তিতে সমস্ত জিনিসকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তাই নর-নারীর আবির্ভাবও একই প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট বলা যেতে পারে। যেমনটা তিনি বলেছেন, "তিনি তোমাদিগকে একই আত্মা হতে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর উহা হতে উহার জোড়া সৃষ্টি করেছেন।" (আয্ যুমার ৩৯ঃ৭)

"তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন।" (আশ্ শুরা ৪২ঃ১২)

"হে মানব মন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাকওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদের একই সত্তা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় হতে বহু নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। (আন্ নিসা ৪ঃ ২)

"তিনিই তোমাদেরকে একই আত্মা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন যেন সে তার মাঝে আরাম ও সান্ত্বনা লাভ করতে পারে।" (আল্ আ'রাফ ৭ঃ ১৯০) এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটা একটি (নিদর্শন) যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার, এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়ামায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।" (আর্ রূম ৩০ ঃ ২২)

ইসলামী শিক্ষা হল, যেসব মৌলিক গুণাবলী ও ক্ষমতা আল্লাহতাআলা মানব জাতিকে প্রদান করেছেন তা মূলত ঐশী পুরষ্কার হিসাবে প্রদান করেছেন। সুতরাং এগুলির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক।

"এবং আল্লাহ তোমাদের এমন অবস্থায় তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে

বের করেছেন যখন তোমরা জানতে না, এবং তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও হৃদয় সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (আন্ নাহ্ল ১৬ঃ৭৯)

অর্থাৎ এগুলির উপযুক্ত ও বৈধ ব্যবহার যেন করা হয়। একমাত্র তবেই সাংসারিক জীবন ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আবার এসবের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন কিংবা এগুলির অবৈধ ব্যবহার ঐশী বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

দূর্ভাগ্যবশত অনেক ধর্ম আজ সন্ন্যাসী জীবনযাপনকে সংসারিক জীবন যাপন অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে বেশি অপরিহার্য মনে করে বসেছে। অথচ ইসলাম অনূঢ়াবস্থাকে নিষেধ করে একে ভৎর্সনা করেছে। কোরআন মজীদ বলছে, "আর তারা যে সন্ন্যাসবাদ প্রবর্তন করেছিল এবং এর নির্দেশ আমরা তাদের দিই নি। তবে আমরা কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ লাভেরই নির্দেশ দিয়েছিলাম।" (আল হাদীদ ৫৭ ঃ ২৮)

সন্ন্যাসবাদের এই ভাবধারা নারীকে পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল ও হীন মনে করার কারণে তৈরী হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকে ঘৃণ্য চারিত্রিক অধঃপতনের কারণ বলে মনে করা হয়। চার্চের পাদ্রীরা নারী জাতিকে জান্নাত থেকে নিষ্কাষিত হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছে। আর তাকে নির্জীব জড়পদার্থ বলে বিবেচনা করে শয়তানের সঙ্গী আখ্যায়িত করেছে।

ইসলাম এই চিন্তাধারাকে নিন্দা করেছে। আর নারীকে পুরুষের সমান আধ্যাত্মিক মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম নারী-পুরুষকে একে অপরের জন্য পরিপূরক হওয়ার মাধ্যম বলে বর্ণনা করেছে। যেমন কোরআনে বর্ণিত আছে, "তারা হলো তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক।" (আল বাকারা ২ ঃ ১৮৮)

আধ্যাত্মিক সমতা

নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা পবিত্র কোরআন বার বার জোর দিয়ে ঘোষণা করেছে। যেমনটা বর্ণিত হয়েছে যে, "নিশ্চয় (আল্লাহ্‌র কাছে) মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযাপালনকারী নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও হিফাযতকারী নারী এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী - আল্লাহ্ তাদের সবার জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (আল্ আহযাব ৩৩ঃ৩৬)

"আল্লাহ্ মোমেন পুরুষদের ও মোমেন নারীদের তওবা গ্রহণ করে তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দেবেন আর তাদের প্রতি আল্লাহ্ অতিব ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়।" (আল্ আহযাব ৩৩ঃ৭৪)

নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমান ভাবে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। যেমনটা বলা হয়েছে, "আর যারা নিরপরাধ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের কষ্ট দেয় তারা অবশ্যই জঘন্য অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে নেয় (আল্ আহযাব ৩৩ঃ৫৯)

"যারা মোমেন পুরুষদের ও মোমেন নারীদের নির্যাতন করে এবং পরে (এর জন্য) তারা তওবা করে না, তাদের জন্য নিশ্চয় জাহান্নামের আযাব রয়েছে এবং তাদের জন্য (এ পৃথিবীতে) রয়েছে (হৃদয়) দগ্ধকারী আগুনের আযাব।" (আল্ বুরূজ ৮৫ঃ১১)

হুদায়বিয়ার সময় উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

"এবং যদি এরূপ মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারী মক্কায় না থাকত, যাদেরকে তোমরা না চেনার কারণে নিজেদের পায়ের নীচে পিষে ফেলতে সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে অজ্ঞাতসারে তোমাদের ক্ষতি সাধিত হতো। (তাই তিনি তোমাদের নিবৃত্ত রেখেছিলেন) যেন আল্লাহ্ যাকে চান তাকে নিজ কৃপার অন্তর্ভূক্ত করেন। তারা (অর্থাৎ মোমেনরা) যদি (মক্কা থেকে) সরে যেত তাহলে আমরা অবশ্যই অস্বীকারকারীদের যন্ত্রনাদায়ক আযাব দিতাম।" (আল্ ফাত্‌হ ৪৮ঃ২৬)

পুরুষ অপেক্ষা নারী বেশি দুর্বল, তাকে বেশি সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে ঃ

"নিশ্চয় যারা সতীসাধ্বী ও সাদাসিদা মোমেন মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটায় ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত হবে এবং তাদের জন্য মহা আযাব অবধারিত। যেদিন তাদের জিহ্বা, তাদের হাত এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।" (আন্ নূর- ২৪ঃ২৪-২৫)

পরকালে নারী ও পুরুষ উভয়কে সমানভাবে পুরস্কৃত করা হবেঃ

"এবং পুরুষ হোক বা নারী, যে-ই কেহ সৎকাজ করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর খেজুর-আঁটির ছিদ্র পরিমাণও অন্যায় করা হবে না।" (আন্ নিসা ৪ঃ১২৫)

"পুরুষ বা নারীর মাঝে যে-ই মোমেন থাকা অবস্থায় সৎকাজ করবে, আমরা নিশ্চয় তাকে এক পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই আমরা তাদের সর্বোত্তম কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দেব।" (আন্ নাহল ১৬ঃ৯৮)

"পুরুষ বা নারীর মাঝে যে-ই যারা মোমেন অবস্থায় সৎকাজ করবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদের বেহিসাব রিয্ক দান করা হবে।" (আল্ মোমেন ৪০ঃ ৪১)

"মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীরা পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। তাদের উপর আল্লাহ্ অবশ্যই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়। মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন সব বাগানের যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল বাস করবে আর তিনি তাদেরকে চিরস্থায়ী বাগানসমূহে পবিত্র গৃহেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হবে সবচেয়ে বড়। এটাই চরম সফলতা।" (আত্ তওবা ৯ঃ৭১-৭২)

"যেন তিনি মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করে যার তলদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। তারা সেখানে চিরকাল বাস করবে, এবং যেন তিনি তাদের সব দোষত্রুটি দূর করে দেন এবং আল্লাহ্র কাছে এ হলো মহা সফলতা।" (আল্ ফাতহ্ ৪৮ঃ৬)

তাদের প্রভু তাদের ডাকে এই বলে সাড়া দিলেন, "নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্মকে নষ্ট করব না। তোমরা একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।" (আলে ইমরান ৩ঃ১৯৬)

"হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না; তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, সেখানে তোমাদেরকে এবং তোমাদের জীবনসাথীদের সম্মানিত ও সুখী করা হবে"। (আয্ যুখরুফ ৪৩ঃ৬৯ ও ৭১)

"সেদিন নিশ্চয় জান্নাতবাসীরা বিভিন্ন কাজে আনন্দের সাথে নিয়োজিত হবে। তারা এবং তাদের সাথীরাও (রহমতের) ছায়ায় পালংকের ওপর হেলান দিয়ে থাকবে। সেখানে তাদের জন্য নানা ফল-মূল থাকবে আর থাকবে তাদের কাঙ্ক্ষিত সকল বস্তু। (ইয়াসীন ৩৬ঃ৫৬-৫৮)

"যেদিন তুমি মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের দেখতে পাবে যে, তাদের নূর তাদের সামনে এবং তাদের ডানদিকে ধাবমান আছে, সেদিন তাদের বলা হবে, 'আজ তোমাদের এমন জান্নাতসমূহের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যার তলদেশ দিয়ে নদ-নদী বয়ে যায়। তারা সেখানে চিরকাল বাস করবে। এটাই মহান সফলতা।" (আল্ হাদীদ ৫৭ঃ১৩)

আঁ হযরত (সা.)কে তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তিনি যেন মোমেন নারী ও মোমেন পুরুষ উভয়েরই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। (মুহাম্মদ ৪৭ঃ২০)

বৈচিত্রময় কর্মক্ষেত্র

ঐশী ব্যবস্থাপনা প্রতিটা আঙ্গিকে ঐশ্বরিক তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ ও সুসজ্জিত থাকে। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে নারী এবং পুরুষ উভয়েই সমান এবং সমান ঐশী অনুগ্রহ ও মর্যাদা লাভের অধিকারী। কিন্তু যেহেতু তাদের কার্যক্ষেত্রের পরিধি ভিন্ন ভিন্ন তাই বৈচিত্রের কারণে তাদের আকৃতি এবং মৌলিক মানসিক ক্ষমতা ও যোগ্যতার মধ্যেও প্রভেদ বিদ্যমান। পবিত্র কোরআন বিষয়টাকে এভাবে বর্ণনা করেছে; "তিনিই আমাদের প্রতিপালক যিনি প্রত্যেক বস্তুকে এর (যথাযথ) আকৃতি দিয়েছেন, অতঃপর পথ নির্দেশনা দিয়েছেন।" (তাহা ২০ঃ৫১)

"আল্লাহ্‌র প্রকৃতির (অর্থাৎ গুণাবলীর) তুমি (অনুসরণ কর) যার আদলে তিনি মানবকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। (আর্ রূম ৩০ঃ৩১)

নারীকে পুরুষ আর পুরুষকে নারী বানানোর প্রয়াস নিরর্থক এবং ধ্বংসাত্মক। প্রত্যেকের নিজস্ব নিজস্ব কর্মশৈলী বিদ্যমান। এগুলির সুষ্ঠু সম্পাদন জীবনকে সম্মান, আনন্দ, পূর্ণতা ও সৌন্দর্য প্রদান করে।

নারী ও পুরুষের শারীরিক কর্মক্ষমতাকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে প্রকৃতিগতভাবে তাদের মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সন্তান ধারণের জন্য নারী হচ্ছে উপযুক্ত অথচ পুরুষের মধ্যে এই ক্ষমতা নেই। অন্যদিকে আবার যুদ্ধক্ষেত্র পরিচালনার জন্য পুরুষই শ্রেষ্ঠ, সামরিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের ময়দানে একজন মহিলাকে নিয়োগ করার অর্থ বিপর্যয়কে আমন্ত্রণ জানানো। এটা কোনও শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা নিকৃষ্টতার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল স্বভাবজাত ক্ষমতা ও এর উপযুক্ত ব্যবহারকে নিয়ে।

সন্তান ধারণের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার কারণে নারীদের কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, পুরুষরা যা থেকে মুক্ত। কিন্তু মাতৃত্বের সুমহান মর্যাদা একমাত্র নারী জাতির জন্যই নির্ধারিত। পুরুষরা এর আকাঙ্খা করতে পারে না। শৈশবাবস্থায় শিশুদের উপযুক্ত লালন পালনের প্রাথমিক দায়িত্বাবলী মায়েদের উপর ন্যস্ত। এক্ষেত্রে পিতার ভূমিকা মায়ের জন্য সম্পূরক হয়ে থাকে। এসময় খাদ্য, পরিচর্যা এবং সুরক্ষার জন্য সে পিতা অপেক্ষা মায়ের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে থাকে। যখন মা কর্তৃক একটা

শিশুকে শাসন কিংবা সংশোধন করা হয় সে মায়ের উপর অসন্তুষ্ট হয় না। অথচ পিতার পক্ষ থেকে শাস্তি দেওয়া হলে সে অখুশি হয়। প্রকৃতি মা ও তার সন্তানের মধ্যে স্নেহশীলতার যে বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছে তা পিতা-পুত্রের মধ্যে থাকা স্নেহ অপেক্ষা বহুগুণ বেশি।

নারী হচ্ছে সংবেদনশীল এবং তার সুরক্ষা ও অবলম্বনের জন্য সে পুরুষের ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। একটা মহিলাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করা যেতে পারে কিন্তু একটা পুরুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য করা যেতে পারে না।

সহধর্মিনী ও মা রূপে নারীর প্রাথমিক পরিসর এবং কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার বাসগৃহ। আর উপার্জনকারী হিসাবে পুরুষের কর্মতৎপরতা সাধারণত বাড়ির বাইরে হয়ে থাকে। এটা একটা সামাজিক ব্যবস্থাপনা যা আসলে জ্ঞান এবং যৌক্তিকতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যা দুজনের মধ্যে ভারসাম্য ও সমতা বজায় রাখে। আর এটাই ইসলামের দাবী।

বিবাহ

ইসলামে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হল ঐশী ভালবাসা অর্জন যা একমাত্র সতীত্ব রক্ষা, পূর্ণতাপ্রাপ্তি, সন্তুষ্টি ও বংশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে লাভ হবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রকৃত মোমেনিনের গুণাবলী উল্লেখ করতে বলা হয়েছে যে সে যথাযথ ভাবে বিনয়ী হয়ে নামাজ আদায় করবে, বৃথা ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে দূরে থাকবে, যাকাত আদায় করবে এবং বিশ্বাস ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করবে এবং সেই সাথে বিবাহের মাধ্যমে সে তার চরিত্রকে রক্ষা করবে।

"এরাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী- যারা হবে ফিরদৌসের উত্তরাধিকারী। সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে।" (আল্ মো'মেনূন ২৩ঃ১১-১২)

অতঃপর এই নির্দেশ প্রদান করেছে,

"আর তোমরা তোমাদের বিধবা এবং তোমাদের বিবাহযোগ্য দাস ও দাসী দের বিয়ে দাও। তারা সদাচারী অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করবেন।" (আন্ নূর ২৪ঃ৩৩)

আঁ হজরত (সা.) বলেছেন ঃ

"নিকাহ্ হচ্ছে আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতকে অনুসরণ করে না সে আমাদের মধ্য হতে নয়।"(সুনান ইবনে মাজা,কিতাবুন নিকাহ্ হাদীস সংখ্যা-১৮৪৬)

দুর্ভাগ্যবশত পশ্চিমা বিশ্ব আজ সতীত্ব ও পবিত্রতাকে পূণ্যের মানদন্ড বলে মনে করে না। এটা নিঃসন্দেহে তাদেরকে কলংকিত করেছে। বিবাহ ছাড়াই একত্রে বসবাস করা এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করা তাদের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বেচ্ছাচারিতা ও বিকৃত যৌন কামনা বাসনা চরিতার্থ করা তা বিয়ে করে হোক বা না হোক জীবনের মূল উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। নারীর মর্যাদাকে এতটাই অধঃপতিত করা হয়েছে যে তাকে যৌন প্রবৃত্তি নিবারণের একটা যন্ত্র মনে করা হয়েছে।

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অনুগ্রহের সাথে সম্পর্কিত। পবিত্র কোরআন বর্ণনা করছে ঃ

"তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর; যদি তোমরা তাদের অপছন্দ কর, সেক্ষেত্রে হয়তো তোমরা এমন কিছু অপছন্দ কর যার মাঝে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।" (আন নিসা ৪ঃ২০)

বৈবাহিক সম্পর্কের চরিত্র সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা.)-র নিম্নলিখিত দিকনির্দেশিকাকে ভেবে দেখা যেতে পারে;

"যখন তোমরা একত্রে মিলিত হও, প্রার্থনা কর ঃ 'হে আল্লাহ্ আমাদেরকে শয়তান থেকে রক্ষা কর। এবং যা কিছু আমাদের দান করতে চলেছ তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ।"(সহীহ্ বোখারী,কিতাবুদ দাওয়াত ,হাদীস সংখ্যা-৬৩৮৮)

যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, পবিত্র কোরআন বর্ণনা করছে যে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের জন্য বস্ত্রস্বরূপ। (আল্ বাকারা ২ঃ১৮৮); অর্থাৎ তারা একে অপরের জন্য সুরক্ষা, সৌন্দর্য ও অলংকার স্বরূপ।

দাম্পত্য সম্পর্কের পুরো বিষয়টিই ইসলামে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার উচ্চ স্তরে বিবেচিত হয় যা সব প্রকারের জৈবিক প্রবৃত্তিকে বর্জন করে। বিষয়টিকে নিম্নলিখিত উপদেশাবলী এবং ব্যাখ্যার দ্বারা আরোও সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা যাবে;

"তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, এটা এক ধরনের সাময়িক অসুস্থতা, সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের কাছ থেকে পৃথক থাক, এবং যতক্ষণ না তারা পরিচ্ছন্ন হয় তোমরা তাদের কাছে গমন করো না। সুতরাং যখন তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় তখন তোমরা তাদের কাছে সেভাবে গমন কর যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীদের ভালবাসেন এবং পবিত্রতা লাভে সচেষ্টদের ভালবাসেন। তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য এক ধরনের শস্যক্ষেত। সুতরাং তোমরা যখন যেভাবে চাও তোমাদের শস্য ক্ষেতে গমন কর, এবং তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু অর্জন কর, তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় তোমরা তাঁর সাক্ষাৎ করবে, এবং তুমি মোমেনদের এ দিন সম্পর্কে সুসংবাদ দাও।" (আল্ বাকারা ২ঃ২২৩-২২৪)

স্ত্রীর ক্ষমতা এবং তার সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রতিটা আচরণকে নিন্দনীয় আখ্যায়িত করে এসব থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। খোদাভীতি ও পবিত্রতাকে সর্বাবস্থায় দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। তাকওয়া অর্জনের একটি

প্রার্থনা পবিত্র কোরআন আমাদের এটা শিখিয়েছে;

"হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে চোখের স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদের প্রত্যেককে মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দাও।" (আল্ ফুরকান ২৫ঃ৭৫)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় বিয়ে হল একটা সামাজিক অঙ্গীকারপত্র যার মাধ্যমে পারস্পরিক দায়িত্বাবলীর একটা পরিপূর্ণ কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে। আর এটাকে বৈধ করে তোলার জন্য উভয় পক্ষের প্রকাশ্য সম্মতি, কন্যার অভিভাবকের সম্মতি - যার দায়িত্ব পাত্রীর অধিকার সংরক্ষণ করা,এছাড়া মোহরানা নির্ধারণ করা অবশ্য পালনীয় কাজ- যা আসলে স্বামীকে উপার্জন অনুযায়ী স্ত্রীকে পরিশোধ করতে হয়। আর যৌতুক যা নববধূর পিতা-মাতা অথবা তার অভিভাবকের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় তার সাথে যেন এই মোহরানাকে বিভ্রান্ত করে না ফেলা হয়।

বিবাহের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বিষয়গুলিকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, অতঃপর এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে,

"এসব (উল্লেখিত নারী) ছাড়া অন্যান্য (নারীকে) অর্থ ব্যয় করে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, অবৈধ কাম চরিতার্থে নয়। আর যেহেতু তোমরা তাদের মাধ্যমে উপকৃত হয়ে থাক তাই তাদেরকে তাদের নির্ধারিত দেন-মোহর দাও; আর দেন-মোহর নির্ধারণের পর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে তোমাদের এতে কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও পরম প্রজ্ঞাময়।" (আন্ নিসা ৪ঃ২৫)

স্বামী এবং স্ত্রী দুজনের ক্ষেত্রেই একে অপরের প্রতি দায়িত্বাবলী বিদ্যমান। তথাপি পরিবারের অন্নদাতা হিসাবে আর স্ত্রী ও পরিবারের দায়িত্বাবলী পালনকর্তা হিসাবে, পরিবার চালনার ক্ষেত্রে যদি কোন সমস্যা উদ্ভূত হয় সেক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে, যাতে উদ্ভূত সমস্যার হাত থেকে বের হওয়া যায় আর পরিবারটি

ধ্বংস না হয়ে যায়। "আর তাদের (অর্থাৎ নারীদের) ন্যায়সঙ্গতভাবে (পুরুষদের ওপর) তদ্রুপ অধিকার রয়েছে যদ্রুপ অধিকার (পুরুষদের) রয়েছে তাদের ওপর। কিন্তু তাদের ওপর পুরুষদের এক প্রকার প্রাধান্য আছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়।" (আল্ বাকারা ২ঃ২২৯)

নারীদের শারীরিক দুর্বলতা এবং নমনীয়তার কারণে এবং তাদের সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্তে পুরুষকে নারীর উপর অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়েছেঃ

"আল্লাহ্ কর্তৃক তাদের (অর্থাৎ নর ও নারীর) একাংশকে আরেক অংশের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার দরুণ পুরুষ হচ্ছে নারীর অভিভাবক। আর তাদের ধনসম্পদ (নারীর জন্য) খরচ করার কারণেও (পুরুষরা অভিভাবক)। অতএব পুণ্যবতী মহিলারা হলো (তারা যারা) অনুগতা, (এবং স্বামীর) অগোচরেও সেসব কিছুর সুরক্ষাকারী যেসবের সুরক্ষা করতে আল্লাহ্ তাগিদ দিয়েছেন।" (আন্ নিসা ৪ঃ৩৫)

আর যেসব স্ত্রীর দিক থেকে তোমরা বিদ্রোহী আচরণের আশংকা কর প্রথমে তাদের উপদেশ দাও, এরপর বিছানায় তাদের একা ছেড়ে দাও এবং (প্রয়োজনে) তাদের দৈহিক শাস্তি দাও। (আন নিসা ৪ঃ৩৫)

"এবং যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে, তা হলে তাদের ওপর কোন পাপ বর্তাবে না, যদি তারা আপোষে সন্তোষজনক মীমাংসা করে নেয় আর আপোস নিষ্পত্তি করাই উত্তম। আর মানুষের (প্রকৃতিতে) কৃপণতা নিহিত রাখা হয়েছে। এবং যদি তোমরা অনুগ্রহ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তা হলে তোমরা জেনে রাখ সে যা করছে সে বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।" (আন নিসা ৪ঃ১২৯)

পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে পুনর্মিলন কঠিন মনে হলে সেক্ষেত্রে ফয়সালা নিরূপণকারী উপদেষ্টা নিয়োগ করা উচিত। যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে;

"আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর) মাঝে বিচ্ছেদের আশংকা কর তাহলে তার (অর্থাৎ স্বামীর) পক্ষের একজন ও তার (অর্থাৎ স্ত্রীর) পক্ষের একজনকে সালিস নিযুক্ত কর। যদি তারা উভয়ে আপস মীমাংসা করতে চায় তাহলে আল্লাহ্ উভয়ের মাঝে তা কার্যকর করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পুরোপুরি অবহিত।" (আন্ নিসা ৪ঃ৩৬)

তালাক (বিচ্ছেদ)

যদি মীমাংসার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় তবে বিবাহ বন্ধনকে ভেঙ্গে ফেলাই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে পারিবারিক শান্তিকে অক্ষুন্ন রাখা যেতে পারে। যদিও এটা স্মরণ রাখা উচিত যে ইসলাম তালাক (বিচ্ছেদ) কে উৎসাহিত করে না। আঁ হজরত (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে বৈধ জিনিষগুলির মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় জিনিষ হল 'তালাক'। (সুনান ইবনে মাজা,কিতাবুত তালাক, হাদীস সংখ্যা-২০১৮)

বিচ্ছেদ স্বামী বা স্ত্রী যে কোনও পক্ষ থেকে করা যেতে পারে, তবে পরবর্তী পর্যায়ে বিষয়টি আইনি মাধ্যমে যেন অবশ্যই সমাধান করা হয়, যাতে স্ত্রীর অধিকারগুলো যথাযথ সুরক্ষা প্রদান করা যেতে পারে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতির ক্ষেত্রে যখন মীমাংসার সকল প্রচেষ্টাতে ব্যর্থ হয়ে স্বামী তার স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করতে মনস্থির করবে, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতিকে চার মাসের মধ্যে সমাধান করে নিতে হবেঃ

"যারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছ থেকে পৃথক থাকার শপথ করে, তাদের অপেক্ষার সময় চার মাস। তবে যদি তারা স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে ফিরে আসে আল্লাহ্ সেক্ষেত্রে নিশ্চয় অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়। এবং যদি তারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।" (আল্ বাকারা ২ঃ২২৭-২২৮)

বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত সম্পূর্ণ বিধান বিদ্যমান। আর তা এই জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে বিচ্ছেদ (তালাক)কে হালকা ভাবে মনে না করা হয়, আর ক্ষণিকের আবেগ অথবা ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে (তালাক) না দেওয়া হয়। তালাক স্বেচ্ছাকৃত ভাবে হওয়া উচিত যা উভয়পক্ষের আর সন্তানদের (যদি থাকে) সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করার পর বাস্তবায়িত করা উচিত। শেষ পর্যায়ে বিষয়টিকে একটু দীর্ঘায়িত করা হয়েছে যাতে বিচ্ছেদটি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার আগে উভয় পক্ষ ঠান্ডা মাথায় এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা এবং পুনর্মিলন করতে পারে।

"(প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক দুবার। এরপর হয় (স্ত্রীকে) ন্যায়সঙ্গতভাবে রাখতে হবে নয়তো সদয়ভাবে বিদায় দিতে হবে। আর তারা উভয়ই যদি আল্লাহ্-নির্ধারিত সীমা বজায় রাখতে না পারার আশঙ্কা করে কেবল সেক্ষেত্র ছাড়া তোমরা (অর্থাৎ স্বামীরা) তাদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছুই (ফেরৎ) নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ হবে না। কিন্তু তোমরা যদি আশংকা কর তারা দুজন আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা বজায় রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী (মুক্তিলাভের বিনিময়ে) যা (পুরুষের অনুকূলে) ছেড়ে দেয় এতে (তাদের) উভয়ের কোনও পাপ হবে না। এ সব হলো আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা। তাই তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যারা আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে তারাই অত্যাচারী (আল্ বাকারা ২ঃ২৩০)

হঠকারীতার সাথে তালাক দেয়ার বিপক্ষে আরও একটি নির্দেশ হচ্ছেঃ

"অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে তৃতীয়বার তালাক দেয় তাহলে সেই স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করার পর সেও যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে বলে তারা উভয়ে মনে করলে তাদের পরস্পরের (পুনরায় বিয়ের বন্ধনের) দিকে ফিরে আসায় কোন পাপ হবে না। আর এসব হচ্ছে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা যা তিনি জ্ঞানীদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। (আল্ বাকারা ২ঃ২৩১)

"এবং যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতের শেষ সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তোমরা তাদের হয় ন্যায়সঙ্গত ভাবে রাখ নয়তো ন্যায়সঙ্গতভাবে বিদায় দাও এবং সীমালঙ্ঘনপূর্বক কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের আটক রেখো না, এবং যে তা করে সে নিজেরই ওপর অবিচার করে। এবং তোমরা আল্লাহ্র আদেশসমূহকে উপহাসের বস্তু বানিও না; এবং তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং কিতাব ও প্রজ্ঞার যা-ই তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করার মাধ্যমে তোমাদের উপদেশ দিয়েছেন তাও স্মরণ কর এবং তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (আল্ বাকারা ২ঃ২৩২)

"এবং যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতের শেষ সময়ে পৌঁছে যায় তখন তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে পরস্পর সম্মত হলে তোমরা তাদের (পছন্দমত) স্বামী গ্রহণ করতে তাদের বাধা দিও না। এই উপদেশ তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তিকে দেয়া হচ্ছে যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান আনে। এ হলো তোমাদের জন্য

সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা পবিত্র। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন কিন্তু তোমরা জান না। (আল বাকারা ২ঃ২৩৩)

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা নিজেদের ব্যাপারে তিন ঋতুস্রাবকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে, এবং যদি তারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে, তাহলে আল্লাহ্ তাদের গর্ভাশয়ে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের জন্য বৈধ হবে না, আর তারা আপোষ মীমাংসা করতে চাইলে তাদের স্বামীরা (এ নির্ধারিত সময়ের মাঝে) তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বেশি অধিকার রাখে। এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের (অর্থাৎ নারীদের) তদ্রুপ অধিকার রয়েছে (পুরুষদের ওপর) যদ্রুপ অধিকার (পুরুষদের) রয়েছে তাদের ওপর। কিন্তু তাদের ওপর পুরুষদের একপ্রকার প্রাধান্য আছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়। (আল্ বাকারা ২ঃ২২৯)

প্রত্যাহারযোগ্য বিবাহ বিচ্ছেদের পর যদি স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকতে শুরু করে, সেক্ষেত্রে ঘোষণাটি বাতিল সাব্যস্ত হবে।

"তোমাদের মাঝে যারা স্ত্রীদের রেখে মৃত্যুবরণ করে এরা (স্ত্রীরা) যেন নিজেদের বিষয়ে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করে। অতঃপর, যখন তারা নিজেদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তখন তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের জন্য যা কিছু করে এর জন্য তোমাদের কোন পাপ হবে না। এবং তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। (আল্ বাকারা ২ঃ২৩৫)

"এবং তোমাদের কোন পাপ হবে না স্ত্রীলোকদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব ইঙ্গিতে দেয়াতে অথবা তোমাদের অন্তরে (তা) গোপন রাখাতে। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিশ্চয় তাদের স্মরণ করবে কিন্তু তাদের সঙ্গে তোমরা গোপনে কোন চুক্তি করো না। কেবল কোন ন্যায়সঙ্গত কথা বলা ছাড়া। এবং নির্ধারিত সময় পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করো না এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা জানেন। অতএব তোমরা তাঁর ক্রোধ সম্বন্ধে সতর্ক হও এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম সহিষ্ণু। (আল্ বাকারা ২ঃ২৩৬)

"এবং তোমাদের মধ্য হতে যারা মৃত্যু বরণ করে এবং তারা স্ত্রীদের ছেড়ে যায়,তারা (উত্তরাধিকারীদের) তাদের স্ত্রীদের জন্য ওসীয়্যত করে যাবে যে,তাদেরকে বাড়ি থেকে বহিস্কার না করে এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষন দিতে হবে। কিন্তু যদি তারা

স্বেচ্ছায় চলে যায় তা হলে ন্যায়সঙ্গতভাবে তারা নিজেদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সেক্ষেত্রে তোমাদের কোন পাপ হবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী,প্রজ্ঞাময়।" (আল্ বাকারা ২ঃ২৪১)

"এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করতে হবে - এটা মুত্তাকীদের উপর বাধ্যকর।"(আল্ বাকারা ২ঃ২৪২)

"তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার কিংবা মোহরানা ধার্য করার পূর্বেই তাদের তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। কিন্তু তোমরা তাদের কিছু উপকার করো। ধনীর জন্য নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এবং দরিদ্রের জন্য নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উপকার করা (বাঞ্ছনীয়)। সৎকর্মশীলদের জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য।" (আল্ বাকারা ২ঃ২৩৭)

"এবং যদি তোমরা তাদের স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও এবং তাদের জন্য দেন-মোহর ধার্য করে থাক, তাহলে যা তোমরা ধার্য করেছ এর অর্ধেক দেয়া বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে দেয় অথবা ঐ ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় যার হাতে বিবাহ বন্ধনের দায়িত্ব রয়েছে এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেওয়াটা তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী। এবং তোমরা পরস্পরের মধ্যে হিতসাধন করতে ভুলে যেও না। তোমরা যাই কিছু করো আল্লাহ্ নিশ্চয় এর সর্বদ্রষ্টা। (আল্ বাকারা ২ঃ২৩৮)

(বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে) মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে। এ বিধান তার জন্য যে দুধ পান করানোর নির্ধারিত সময় পূর্ণ করতে চায়। এবং যে পুরুষের সন্তান তার ওপর তাদের (অর্থাৎ মায়েদের) ন্যায়সঙ্গত ভরণপোষণের দায়িত্ব বর্তাবে। কারোর ওপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার ন্যস্ত করা যায় না। মাকে যেন তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া না হয় এবং পিতাকেও যেন তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া না হয় এবং উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রেও এ আদেশই প্রযোজ্য। এবং তারা উভয়ে পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ অনুসারে দুধ ছাড়াতে চাইলে তাদের কোন পাপ হবে না। এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদের অন্য কোন স্ত্রীলোক দিয়ে দুধ পান করাতে চাইলে তোমাদের কোন পাপ হবে না, যদি তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের যা দেয়ার তা দাও। এবং তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, তোমরা যা কর আল্লাহ্ এর সর্বদ্রষ্টা। (আল্ বাকারা ২ঃ২৩৪)

এই সমস্ত বিষয়গুলিকে সংক্ষিপ্তভাবে নীচে তুলে ধরা হলঃ

হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তখন তাদেরকে তাদের 'ইদ্দত'

(অর্থাৎ নির্ধারিত মেয়াদকাল) অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দতের হিসাব রেখো এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। তাদের গৃহ হতে বার করে দিও না এবং তারাও (নিজেরাও) যেন বার হয়ে না যায়, যদি না তারা প্রকাশ্য কোনো অশ্লীল কাজ করে। আর এগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। এবং যে আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমা লংঘন করে বস্তুতঃ সে নিজের ওপরই যুলুম করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্‌ এর পর নতুন অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। (আত্‌ তালাক ৬৫ঃ২)

এরপর যখন তারা তাদের নির্ধারিত মেয়াদের শেষ সীমায় পৌঁছে যায় তখন তোমরা তাদের হয় ন্যায়সঙ্গতভাবে রাখ অথবা তাদের ন্যায়সঙ্গতভাবে বিদায় করে দাও, এবং তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সাক্ষ্য দেবে। যারা পরকালে ঈমান রাখে সে সব ব্যক্তিকে এ উপদেশ দেয়া হচ্ছে। (আত্‌ তালাক ৬৫ঃ৩)

এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যারা ঋতুস্রাব হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে (তাদের ইদ্দত সম্বন্ধে) তোমাদের সন্দেহ হলে জেনে রাখ তাদের ইদ্দতকাল হল তিন মাস এবং যাদের ঋতুস্রাব হয়নি তাদের জন্যও (এই ইদ্দতই) এবং গর্ভবতীদের ইদ্দতকাল হল তাদের (সন্তান) প্রসব হওয়া পর্যন্ত। (আত্‌ তালাক ৬৫ঃ৫)

"তোমরা তাদেরকে (তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীদের) সেখানে বাস করতে দিও যেখানে তোমরা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বাস করে থাক এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে এমন কষ্ট তাদের দিও না। এবং তারা গর্ভবতী হলে তাদের খরচ বহন কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের সন্তান প্রসব করে। অতঃপর তারা তোমাদের পক্ষে (শিশুদের) দুধ পান করালে তাদের পারিশ্রমিক তাদের দাও এবং পারস্পরিক ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের বিষয়াদি মীমাংসা কর; কিন্তু মীমাংসা ক্ষেত্রে তোমরা পরস্পর অসুবিধা বোধ করলে তাহাকে তার (শিশুর পিতার) পক্ষে অন্য কোন মহিলা দুধ পান করাবে। সচ্ছল ব্যক্তি নিজ স্বচ্ছলতা অনুযায়ী ধাত্রীকে খরচ দেবে। এবং যার দেওয়া রিয্‌ক সংকীর্ণ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে সে তা থেকে খরচ করবে যা আল্লাহ্‌ তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ কোনও ব্যক্তিকে যা দিয়েছেন এর বেশি বোঝা তিনি তার ওপর কখনো অর্পণ করেন না।। আল্লাহ্‌ প্রত্যেক অসচ্ছলতার পর অবশ্যই এক স্বচ্ছলতা দান করেন। (আত্‌ তালাক ৬৫ঃ৭-৮)

বহু বিবাহ

ঐশী দিকনির্দেশনার আলোকে বহু বিবাহকে নির্দিষ্টভাবে কোন ধর্মে নিষিদ্ধ করা হয়নি। আর না ইসলাম ব্যতীত অপর কোন ধর্মে স্ত্রীদের সংখ্যার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ইসলাম বহুবিবাহকে সমর্থন তো করে কিন্তু তাদের সংখ্যা চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে। আর অনুমতিটিও কেবল সব স্ত্রীদের সাথে ন্যায় ব্যবহারের সাথে শর্তযুক্তঃ

"যদি তোমরা আশংকা কর যে, তোমরা ন্যায়-বিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকে বিয়ে কর।" (আন্ নিসা ৪ঃ৪) একের বেশী স্ত্রী থাকার ক্ষেত্রে তাদের সাথে ন্যায় বিচারের অর্থ হল তাদের রক্ষনাবেক্ষণ, খোরাক এবং সাহচর্যের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে বলতে হবে যে যেসব বিষয়ে সমতা রাখা যেতে পারে সেসব বিষয়ে সমতা বজায় রাখা আবশ্যক। আর যেসব বিষয়ের ওপর কোনও ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকে না সেক্ষেত্রে সমতা নির্ধারণ করা যায় না। যেমন মানসিক আসক্তি, অনুরাগ ইত্যাদি। এগুলো সাধারণ নীতির বাইরে।

"আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপান না।" (আল্ বাকারা ২ঃ২৮৭)

কিন্তু এর একটা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাও রয়েছে ঃ

"স্ত্রীদের মধ্যে তোমরা কখনও পূর্ণ সমতা রক্ষা করতে পারবে না তা তোমরা যতই আকাঙ্খা কর না কেন। সুতরাং তোমরা কোন একজনের প্রতি পূর্ণরূপে ঝুঁকে যেও না যার ফলে অন্যজন ঝুলন্ত অবস্থায় রয়ে যায় অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়ে এবং যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিব ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়।" (আন্ নিসা ৪ঃ১৩০)

কিছু আধুনিক মুসলিম লেখক তাদের উদ্বেগ দেখিয়েছেন এবং পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি ভালবাসা ও উৎসাহের কারণে এ ব্যাপারে বিতর্ক করার চেষ্টা করেছেন। যেহেতু বহু বিবাহ হচ্ছে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার সাথে শর্তসাপেক্ষ (৪ঃ৪) এবং সমতা বজায় রাখাকে অসম্ভব বলে ঘোষণা করা হয়েছে (৪ঃ১৩০) তাই এই অনুমতি কার্যত বাতিল বলে পরিগণিত হবে। নিবন্ধের এই লাইনটি সম্পূর্ণ ভুল এবং সম্পূর্ণরূপে

অক্ষম। সূরা নিসার ১৩০ নম্বর আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে বহুবিবাহের ধারাবাহিকতার কথা উল্লেখ করে। পাশাপাশি সূরা নিসার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় না তো আঁ হযরত (সা.) আর না তাঁর সাহাবাগণ কেউ বর্ণনা করেছেন যে এই অনুমতি উল্লেখিত সূরার চতুর্থ আয়াত অনুসারে বাতিল হয়ে গেছে। আর না কোনও শতাব্দীতে কোন মুসলমান ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ এমন ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে এসেছেন।

প্রকৃত সত্যটি হল যে বহুবিবাহ ইসলামের দ্বারা সংজ্ঞায়িত ও সীমাবদ্ধ এমন একটি ব্যবস্থাপনা যা উচ্চতর নৈতিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। এটি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সতীত্বের সুরক্ষার জন্য ঐশী তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা রূপায়িত। এটাকে কল্যাণময় নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুরক্ষা ভালভ্ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। এ ধরনের সুরক্ষা কবচের অভাবের জন্য যে সকল সমাজ এক বিবাহের কঠোর ব্যবস্থা কার্যকর করার চেষ্টা করেছে সেখানে বাছবিচারহীনভাবে সমকামিতা, লেজবিয়ানিজম (নারীতে-নারীতে সম্পর্ক) ও পাশবিকতা ভরে উঠেছে। সীমাহীন যৌন প্রবৃত্তিকে সাধারণ বিষয় মনে করে তারা নৈতিক মূল্যবোধের অবজ্ঞাকারী হয়ে উঠেছে।

নৈতিক রেখাটি একবিবাহ এবং বহুবিবাহের মধ্যে নয়, বরং বিধিবিধান ও আইনকানুনের মধ্যে অঙ্কন করতে হবে। নৈতিক সংযমের অভাবে একবিবাহ এবং বহুবিবাহ উভয়কেই অবৈধভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটাই হচ্ছে সম্পর্কের চরিত্র যা এটাকে উন্নতি অথবা অবনতি দান করে থাকে। যেমনটা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে ইসলামে বিবাহের আসল উদ্দেশ্য হল ঐশী ভালবাসা অর্জন। সেক্ষেত্রে ইসলাম তার প্রজ্ঞাময় ব্যবস্থাপনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সমস্ত অনুষদ এবং ক্ষমতার সার্থক বিকাশ ঘটিয়ে থাকে। তাদের দমন ও উপহাসকে অস্বীকার এবং নিন্দা করে থাকে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঐশী আহ্বানে সাড়া দেওয়া বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে জীবনকে হারানোর নামান্তর ছিল। অনেকেই মক্কায় তাদের জীবন বলিদান করেছিলেন এবং আরও অনেককে মদীনা এবং অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দান করতে হয়েছিল। যদিও মহিলারা এর থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিল না, তথাপিও পুরুষদের তুলনায় খুবই কম সংখ্যক মহিলাদেরকে এই চরম বলিদানের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ মুসলমানদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের অনুপাতে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিধবা এবং অনাথ, পুরুষ এবং মহিলা-এদের সবার জন্য জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করতে হয়েছিল। এমতাবস্থায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে অক্ষুন্ন ও

সুরক্ষিত রাখতে বহুবিবাহ একটি আবশ্যক ত্যাগ হয়ে দাঁড়ায়, জৈবিক কামনা পুরণ নয়।

এছাড়া ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বহুবিবাহের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। আধুনিক যুগে পরিস্থিতি বদলে গেছে। যদিও আফ্রিকা উপমহাদেশের বাইরে একবিবাহের একটি প্রচলন গড়ে উঠছে, কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সর্বত্র নৈতিক বিবেচনা এখনও বহুবিবাহকে সমর্থন করে। এক্ষেত্রেও ইসলাম উপযুক্ত দিকনির্দেশনা প্রস্তুত করে।

মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহ কোন আপত্তিকর বিষয় নয়। একক বিবাহের ন্যায় এটাও সম্মানীয়। স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে কোনও রূপ বৈষম্য করা হয় না।

মা

ইসলাম মাকে খুবই সম্মানের একটি মর্যাদা দান করে। বাবা-মা এবং বিশেষত মায়ের প্রতি ভালবাসা, নিষ্ঠা ও কোমলতা প্রদর্শনের জন্য বার বার কুরআনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছেঃ

"আমরা ইনসানকে তাহার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিয়েছি।" (আল্ আনকাবূত ২৯ঃ৯)

"তুমি বল, তোমরা এস, তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন আমি তা পড়ে শুনাই (তা হলো) তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" (আল্ আন'আম ৬ঃ১৫২)

"তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না এবং সদয় ব্যবহার কর- পিতামাতার সাথে।"(আন্ নিসা ৪ঃ৩৭)

"তোমার প্রতিপালক তাকীদপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের

একজন বা উভয়েই তোমার (জীবদ্দশায়) বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাদের উভয়কে তুমি (বিরক্তিসূচক) 'উহ্' বলো না এবং ধমক দিও না, বরং তাদের সাথে সর্বদা সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলো। তুমি মমতাভরে তাদের উভয়ের ওপর বিনয়ের ডানা মেলে ধর। এবং দোয়ার সময় বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি সেভাবে রহম কর যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছিল।" (বনী ইসরাঈল ১৭ঃ২৪-২৫)

"আমরা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে (সদাচরণের) তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলাম। তার জননী তাকে দুর্বল অবস্থার পর আরেক অবস্থায় (গর্ভে) বহন করে থাকে এবং তার দুধ ছাড়ানো সম্পন্ন হয় দু বছরে- সুতরাং আমার এবং তোমার পিতামাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; আমারই দিকে (শেষ) প্রত্যাবর্তন।" (লুকমান ৩১ঃ১৫)

"আমরা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিয়েছি, কারণ তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সাথে তাকে জন্ম দিয়েছে এবং তাকে গর্ভে ধারণ এবং দুধ ছাড়ানোর মোট সময় ত্রিশ মাস। অতঃপর সে যখন তার পরিপক্ক বয়সে পৌঁছে এবং চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পন করে, তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার ও আমার মাতাপিতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার সামর্থ্য আমাকে দাও এবং আমাকে এরূপ সৎকাজ (করারও সামর্থ্য দাও) যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আর তুমি আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্ম পরায়ণ কর। নিশ্চয় আমি তোমার দিকেই অবনত হই এবং নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভূক্ত।" (আল্ আহকাফ ৪৬ঃ১৬)

মহানবী (সা.) উপদেশ দান করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারবর্গের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।" (সুনান তিরমিযী, হাদীস সংখ্যা-৩৮৯৫)

"জান্নাত (স্বর্গ) তোমাদের মায়ের পদতলে অবস্থান করছে।"(কানযুল উম্মাল, অষ্টম খন্ড, ১৬তম অধ্যয়, পৃঃ১৯২, কিতাবুন নিকাহ্)

"যে ব্যক্তি তার কন্যাদের উত্তম ভাবে লালন-পালন করে আর তাদের ও তার পুত্রদের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে না, সে জান্নাতে আমার কাছে থাকবে।" (সুনান আবু দাউদ, হাদীস সংখ্যা-৫১৪৬/ মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, চতুর্থ খন্ড, পৃঃ ৪০৩)

মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থান

ধর্মজগতে ইসলামই হচ্ছে এমন একটা ধর্ম যা নারীকে সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করেছে। এটি সর্বজনবিদিত যে যুক্তরাজ্যে ১৮৮২ সালের শেষ অবধি, প্রথম বিবাহিত মহিলা সম্পত্তি আইন সংসদে পাস হওয়া পর্যন্ত, কোন বিবাহিত মহিলা স্বামীর কাছে স্বাধীনভাবে তার নিজের কোন সম্পত্তি রাখতে পারত না। কোনও সম্পত্তি যা একটি নারী (অবিবাহিত মহিলা)র ব্যক্তিগত অধিকারভুক্ত তা বিয়ের পর স্বয়ংক্রিয় ভাবে স্বামীর মালিকাধীন হয়ে যেত। একশো বছর পরেও ব্রিটিশ আইনের এমন কিছু দিক এখনও আছে যা একজন বিবাহিত মহিলার স্বামীর উপর নির্ভরতার অবস্থানকে বিচিত্র করে।

ইসলামে নারীর স্বাধীন অর্থনৈতিক অবস্থান প্রথম থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিয়ের সময়ে তার উপার্জনের অনুপাতে স্ত্রীকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য স্বামীর বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনাকে দেন-মোহর বলা হয়েছে। যদি স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রীর দেন-মোহর অনাদায়ি থেকে যায়, তবে এটা তার সম্পত্তি থেকে সর্বপ্রথম পরিশোধ করতে হবে তারপর অন্যান্য সমস্ত ঋণ শোধ করা হবে। তদুপরি, একজন বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তিতে অংশীদার হবেন, যা আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।

কোনও সম্পত্তি যা কোন মহিলা স্বতন্ত্রভাবে তার নিজের চেষ্টায় অর্জন করে, বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয় বা উপহার হিসাবে লাভ করে, স্বামী ব্যতীত সে স্বাধীনভাবে এগুলির উপর একচ্ছত্র অধিকার রাখে। সে মনে করলে স্বামীকে এটি পরিচালনা করতে বলতে পারে, তবে যদি সে নিজে এটি পরিচালনা করতে পছন্দ করে তবে স্বামী তার পরিচালনা বা প্রশাসনে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

একজন বিবাহিত মহিলা যার নিজস্ব উপায় উপকরণ আছে, সে তার কিছু অংশ বা সম্পূর্ণটাই সাংসারিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবদান রাখতে পারে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাখেও, তবে তা করার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। স্ত্রী তার নিজের স্বামীর চেয়ে আরও ভাল পরিচর্যা করলেও পরিবারের দেখাশোনা করাই স্বামীর দায়িত্ব।

নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একবার আঁ হযরত (সা.)

মহিলাদের উপদেশ প্রদান করলেন যে তারা যেন নিজেদের সঞ্চয় থেকে সাদকা দান করে। তখন সমনামের দুজন মহিলা যাদের নাম জয়নব ছিল তাদের মধ্যে একজন আঁ হযরত (সা.) র বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)র স্ত্রী ছিল, তারা রসূলুল্লাহর নিকটে এসে নিবেদন করে যে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের স্বামীরা সীমিত উপার্জন করে কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। আমরা যদি আমাদের সঞ্চয় থেকে স্বামীদের সাহায্য করি তবে কি পুণ্য পেতে পারি? আঁ হযরত (সা.) নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন যে স্বামীদের উপর ব্যয় করাতে তোমরা দ্বিগুণ পুণ্য অর্জন করবে। কারণ এটি উভয়েরই সদকা এবং আত্মীয়দের প্রতি দয়া হিসেবে বিবেচিত হবে।

পবিত্র কোরআন উপদেশ প্রদান করে যেঃ

"তোমরা সেটি আকাঙ্খা করো না যদ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষরা যা অর্জন করেছে এতে তাদের অংশ রয়েছে এবং নারীরা যা অর্জন করেছে এতে তাদের অংশ রয়েছে এবং তোমরা আল্লাহ্র কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। আল্লাহ্ নিশ্চয় প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (আন্ নিসা ৪ঃ৩৩)

"এবং আমরা প্রত্যেককে উত্তরাধিকারী করেছি যা ধনসম্পদ পিতামাতা রেখে যায় ও নিকটাত্মীয় এবং তারাও যাদের সাথে তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছো। সুতরাং তাদেরকে তাদের অংশ দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে পর্যবেক্ষক। (আন্ নিসা ৪ঃ৩৪)

উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ইসলামিক ব্যবস্থা, যা সূরা নিসার ১২, ১৩ এবং ১৭৭ নম্বর আয়াতে বর্ণিত, তা সম্পত্তির বিস্তৃত বিতরণকে লক্ষ্য করে প্রতিষ্ঠিত। যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে সে পুরুষ হোক কিংবা মহিলা সেক্ষেত্রে তার মাতাপিতা, স্বামী অথবা স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা সবাই তার ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এ বিষয়ে সাধারণ নিয়ম হল একই পর্যায়ভুক্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের ভাগ একজন নারীর চেয়ে দ্বিগুন হবে। এতে মহিলা উত্তরাধিকারীর সঙ্গে কোন বৈষম্য নেই, কেননা সংসারের যাবতীয় দায়িত্বাবলী পুরুষের উপর ন্যস্ত থাকে। অন্যদিকে নারী এ জাতীয় বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকে। বাস্তবটি হল এই নিয়মটি মহিলা উত্তরাধিকারীদের সপক্ষে কাজ করে।

একজন মুসলিম তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশি ওসীয়্যত করতে পারে না। তা সে দান খয়রাত করেই হোক কিংবা অ-উত্তরাধিকারীর পক্ষে, আইন অনুযায়ী তা যেন এক তৃতীয়াংশের অধিক না হয়। আর যেন উত্তরাধিকারদের অংশকে ওসীয়্যত করে বৃদ্ধি বা হ্রাস না করা হয়। ইসলামী উত্তরাধিকার ব্যবস্থার অধীনে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বৈষম্যের কোনও জায়গা নেই। যেমন, জ্যেষ্ঠাধিকার বা মহিলাকে বাদ দেওয়া।

নাগরিক লেনদেন সম্পর্কিত সাক্ষ্য সংরক্ষণের জন্য রূপায়িত নির্দেশিকা হল সব সময় তা যেন লিখিত আকারে করা হয়। এটি কখনও কখনও ভুলভাবে মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের প্রমাণ হিসাবে ধরা পড়ে। নির্দেশিকাটি হলঃ

"তোমাদের পুরুষদের মাঝ থেকে দুজনকে সাক্ষী রাখ, কিন্তু দুজন পুরুষ না পাওয়া গেলে (উপস্থিত) লোকদের মাঝ থেকে যাদের তোমরা পছন্দ কর তাদের একজন পুরুষ ও দুজন নারী (সাক্ষী থাকবে) কারণ হলো, একজন ভুলে গেলে দুজনের একজন স্মরণ করিয়ে দেবে।" (আল্ বাকারা ২ঃ২৮৩)

এখানে বৈষম্যের সামান্যতম চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণ নিয়ম হল নারীদের বিচারের কার্যক্রমে আদালতে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনাকে যথাসম্ভব কম করে তোলা উচিত। অতএব, সাধারনত কোনও মহিলাকে কোনও লেনদেন সংক্রান্ত নথিপত্রে সত্যায়নের জন্য আহ্বান করা উচিত নয়। এই নিয়মটি জরুরী অবস্থাতে শিথিল করা যেতে পারে। তবে তার পরে আর একটি অসুবিধা দেখা দেয়। পুরুষ সাক্ষীদের ক্ষেত্রে যেহেতু সামাজিক ভাবে তাদের মধ্যে মেলামেশা অব্যাহত থাকে তাই লেনদেনের ব্যাপারে তারা যা সাক্ষ্য প্রদান করে তা তাদের স্মৃতিতে সবসময় সতেজ থাকে। কিন্তু এমন লেনদেনের ক্ষেত্রে যেখানে সত্যায়নকারী একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা থাকে সেখানে মহিলা সাক্ষীটির ক্ষেত্রে, যেহেতু প্রচলিত ইসলামি আইন অনুযায়ী মহিলা সাক্ষীটির সাথে পুরুষ সাক্ষীটির বার বার যোগাযোগ এবং সাক্ষাৎ করার সুযোগ থাকে না তাই এ বিষয়ে তার স্মৃতিশক্তি সবসময় সতেজ থাকে না। স্মৃতিশক্তি সতেজ না থাকার এই অভাবকে অতিক্রম করার জন্য, ঐশী প্রজ্ঞার সাথে এই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে যেখানে কেবল একজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত থাকবে সেখানে দুজন মহিলা সাক্ষীকে ডেকে আনা যেতে পারে। যাতে একে অপরকে স্মরণ করাতে সক্ষম হয়- যেমনটা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

এই বিধানটি কেবল সাক্ষ্য প্রমাণ সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত, এবং পুরুষ বা মহিলা

সাক্ষীটির সাক্ষ্যপ্রমাণের দৃঢ়শীলতার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। একটি দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে যেকোনও প্রকার সন্দেহ নিরসন করতে সহায়তা করতে পারে। ধরে নেওয়া যাক যে একটি নথি একটি পুরুষ এবং দুজন মহিলা সাক্ষীর দ্বারা সত্যায়িত হওয়ার পরে উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য আইনি তত্ত্বাবধানে আসে। এরপরে জানা যায় যে মাঝামাঝি সময়ে দুজন মহিলা সাক্ষীর মধ্যে একজন মারা গেছে। পুরুষ সাক্ষী এবং বেঁচে থাকা মহিলা সাক্ষীটির বয়ান আদালতে পরীক্ষা করা হয় এবং বিচারক দেখতে পান যে লেনদেনের শর্তাদি যা তারা উপস্থাপন করেছে তা তাদের পরস্পরের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ না, তবে তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অনুভব করেন যে মহিলা সাক্ষীটির বয়ান পুরুষ সাক্ষীটির বয়ান অপেক্ষা বেশি নির্ভরযোগ্য। এমতাবস্থায বিচারকের পুরুষ সাক্ষীটির চেয়ে মহিলা সাক্ষীর বয়ানের উপর বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এখানে কোনও মহিলার পক্ষে বা তার বিরুদ্ধে বৈষম্যের প্রশ্নই আসে না।

পুরুষ এবং মহিলাদের সুরক্ষাব্যবস্থা

নারী-পুরুষ একে অপরের জন্য ঐশী পুরষ্কার স্বরূপ। তাই আত্মিক প্রশান্তি এবং ঐশী ভালবাসা অর্জনের জন্য এর যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া উচিত। যিনি উভয়কেই সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদেরকে দুর্বলতা ও তাদের শক্তির ক্রমবিকাশের জন্য উভয়কেই পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। দুর্দশা এবং ধ্বংসাত্মক পরিণতি সেই নির্দেশিকাকে অবহেলা করার কারণে হয়ে থাকে। অপরদিকে এর কঠোরতা ও সতর্কতা অবলম্বন জীবনকে নির্মল ও আনন্দময় করে তোলে। পবিত্র কোরআন নিশ্চয়তা প্রদান করছেঃ

"নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার আত্মা তাকে যা কিছু প্ররোচনা দেয় তাও আমরা অবগত আছি।" (কাফ্ ৫০ঃ১৭)

"নিশ্চয় আমরা মানুষকে এক মিশ্রিত শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি যাকে আমরা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (বিভিন্ন আকারে) রূপান্তরিত করে থাকি। অতঃপর আমরা তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছি। নিশ্চয় আমরা তাকে ঠিক পথ দেখিয়েছি, হয় তো সে কৃতজ্ঞ হবে, নয় তো সে অকৃতজ্ঞ হবে।" (আদ দাহর ৭৬ঃ৩-৪)

মানুষের মন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ছাপ গ্রহণ করে এবং তাকে পুণ্য বা কুপ্রবৃত্তির দিকে আহ্বান জানায়। তাই তিনি সাবধান করেছেন ঃ

"যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কোন অবস্থান নিও না। নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয় এগুলো প্রত্যেকটি সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (বনী ইসরাঈল ১৭ঃ৩৭)

সুতরাং ইন্দ্রিয়ের ওপর সংযম রাখা এবং সর্বদা তাদের বিষয়ে সাবধান থাকা হল খোদাভীতির সারমর্ম। রসূলুল্লাহ (সা.) কে আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ প্রদান করেছেন যে,

"তুমি মোমেনদের বল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটা তাদের জন্য বেশি পবিত্রতার কারণ হবে। নিশ্চয়

তারা যা করে সেই সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালভাবে অবগত আছেন। এবং তুমি মোমেন নারীদের বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, নিজেদের লজ্জাস্থানের সুরক্ষা করে এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে, কেবল তা ছাড়া যা আপনা আপনিই প্রকাশ পায়; এবং তারা যেন মাথার কাপড় নিজেদের বুকের ওপর টেনে নেয়, এবং তারা যেন তাদের স্বামী অথবা তাদের পিতা অথবা তাদের স্বামীর পিতা অথবা তাদের পুত্র অথবা তাদের স্বামীর পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের ভাইয়ের ছেলে অথবা তাদের বোনের পুত্র অথবা তাদের নারী অথবা তাদের অধিকারভুক্তরা অথবা এরূপ পুরুষ পরিচারক যারা দুষ্কর্ম প্রবণ নয় অথবা নারীদের গোপন বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ অল্পবয়স্ক শিশুরা ব্যতীত কারও কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। এবং তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য যেন তারা সজোরে পা দিয়ে আঘাত না করে। এবং হে মোমেনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে বিনত হও যেন তোমরা সফল হতে পার।" (আন্ নূর ২৪ঃ৩১-৩২)

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের অধীনস্থ এবং তোমাদের মাঝে যারা এখনও সাবালক হয়নি তারা যেন তিনটি সময়ে তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে (তোমাদের শোবার ঘরে প্রবেশ করবার পূর্বে)- ফজরের নামাযের পূর্বে এবং দুপুর বেলায় যখন তোমরা তোমাদের (বাড়তি) পোশাক খুলে রাখ এবং ইশার নামাযের পর। এই তিনটি (সময়) তোমাদের জন্য পর্দা অবলম্বনের সময়। এ (সময়) বাদে বিনা অনুমতিতে যাতায়াতে তোমাদের তাদের কোন পাপ হবে না কারণ তোমরা একে অন্যের কাছে প্রায়ই যাতায়াত করে থাক। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও পরম প্রজ্ঞাময়।" (আন নূর ২৪ঃ৫৯)

"যখন তোমাদের শিশুরা সাবালক হয় তখন তারাও যেন সেভাবে অনুমতি নেয়। যেভাবে তাদের পূর্ববর্তী (বয়ঃপ্রাপ্ত) লোকেরা অনুমতি নিত। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দেশসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও পরম প্রজ্ঞাময়।" (আন্ নূর ২৪ঃ৬০)

"আর যেসব বয়স্কা মহিলা বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে তাদের কোন পাপ হবে না যদি তারা স্বেচ্ছায় সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে (বাড়তি) কাপড় খুলে রাখে এবং তারা যদি পবিত্রতা রক্ষার জন্য অধিক সতর্কতা অবলম্বন করে তা তাদের জন্য উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।" (আন্ নূর ২৪ঃ৬১)

আঁ হযরত (সা.) র পবিত্র স্ত্রীগণের জন্য কিছু বিশেষ দিকনির্দেশনা প্রদান করা

হয়েছিল যা উত্তম আচরণের আদর্শ নির্ধারণ করে এবং সমস্ত বিশ্বাসী মহিলাদের দ্বারা যা অনুকরণ করা উচিত ঃ

"হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, 'যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও এর শোভা সৌন্দর্য কামনা কর, তাহলে এস, আমি তোমাদেরকে পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে দিই এবং তোমাদের অতি সুন্দরভাবে বিদায় করে দিই। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং পরকালের ঘর চাও তবে জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে সৎকর্মশীলদের জন্য অনেক বড় পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। হে নবীর স্ত্রীরা! যদি তোমাদের মাঝে কেউ প্রকাশ্যভাবে অসদাচরণ করে তাহলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। এবং আল্লাহ্র জন্য এমনটি করা সহজ। এবং তোমাদের মাঝে যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে এবং সৎকর্ম করবে তাকে আমরা পুরস্কার দেব দুবার, এবং আমরা তার জন্য অতি সম্মানজনক রিযক প্রস্তুত করে রেখেছি।" (আল্ আহযাব ৩৩ঃ২৯-৩২)

"হে নবীর স্ত্রীরা! তোমরা কোন সাধারণ নারীদের মত নও, যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করে চল; অতএব তোমরা কোমল সুরে কথা বলো না, নতুবা যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হতে পারে এবং তোমরা লোকদের সাথে ন্যায়-সংগত কথা বলো। এবং তোমরা মানমর্যাদার সাথে নিজ নিজ ঘরেই থেকো এবং অজ্ঞযুগের ন্যায় সাজগোজ করো না, তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দিও এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। হে আহ্লে বায়্ত (অর্থাৎ নবী পরিবার)! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে (সব ধরনের) অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পবিত্র করতে চায়। এবং আল্লাহ্র আয়াতসমূহ ও প্রজ্ঞার যেসব কথা তোমাদের ঘরে আবৃত্তি করে শোনানো হয় তা তোমরা স্মরণ রাখ। নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবহিত।" (আল্ আহযাব ৩৩ঃ৩৩-৩৫)

উপরে বর্ণিত দিকনির্দেশগুলি হল পুরুষ ও মহিলাদের জন্য উত্তম ব্যবহারের মানদন্ড এবং তারা যেন সমস্ত পরিস্থিতিতে মর্যাদাবোধ এবং আত্মসংযমের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করে জীবন যাপন করে। গাম্ভীর্যতা, বিনয় ও পবিত্রতা ইসলামি সমাজের মূল চিহ্ন হতে হবে। নারী-পুরুষের অবাধ ও নিরবিচ্ছিন্ন মেলামেশা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের দুজনেরই কাছে প্রত্যাশা করা হয়েছে যে তারা যেন নির্দিষ্ট একটা সীমার মধ্যে অবস্থান করে। নারীকে শ্লীলতাহানির সম্ভাব্য সমস্ত ঝুঁকির বিরুদ্ধে রক্ষা করতে হবে; যেমন আদেশ করা হয়েছে:

"হে নবী! তোমার স্ত্রীদের,কন্যাদের এবং মোমেন স্ত্রীদের বল,যেন তারা (বাইরে যাবার সময়) তাদের চাদর নিজেদের ওপর (মাথা থেকে বুক পর্যন্ত) ঝুলিয়ে নেয়। খুব সম্ভব এতে তাদের পরিচয় সহজ হবে এবং তাদের উত্তক্ত করা হবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়।"(আল্ আহযাব ৩৩ঃ৬০)

নারী-পুরুষের সীমাহীন ও অনিয়ন্ত্রিত সংঘবদ্ধতা এবং পুরুষদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে নারীদের নিজেদের সুসজ্জিত করে বাইরে বের হওয়া আজ পশ্চিমা সমাজের অবক্ষয়ের মূল কারণে পরিণত হয়েছে। বিনয় ও শালীনতাবোধ সংক্রান্ত সমস্ত চিন্তাভাবনাকে জলাঞ্জলী দেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত পুরানো এবং মূল্যবান মূল্যবোধকে অবজ্ঞা ও উপহাস করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে পশ্চিমাকেন্দ্রিক মুসলমানদের একটি অংশ পশ্চিমে বিরাজমান এই আত্মঘাতী প্রবণতা রোধ করতে সক্ষম হয়নি। যাহোক আন্তরিক ভাবে আশা করা যায় যে এই চিন্তাভাবনা ও আচরণের অন্তর্গত বিপদগুলি শীঘ্রই অনুধাবন করা হবে এবং ইসলামী মুল্যবোধের ওপর ব্যবহারিক কার্যসম্পাদন করা শুরু হবে।

নবী করিম (সা.)-র বিশেষ চারিত্রিক সৌন্দর্য

❖ হাকিম ইবনে মাবিয়া বর্ণনা করেছেনঃ আমি মহানবী (সা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার কী? তিনি বললেন, 'তুমি তাকে তা খাওয়াও যা তুমি নিজে খাও, আর তোমরা যা পরিধান করবে,তাদেরকেও তা পরিধান করাবে। তার মুখে কখনও আঘাত কর না আর তাকে অপমান কর না, আর বাড়ির অভ্যন্তর ব্যতীত নিজেকে তার থেকে কখনও আলাদা কর না।" (আবূ দাউদ,কিতাবুন নিকাহ্, হাদীস সংখ্যা-২১৪২)

❖ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন; 'বিশ্বাসীদের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে নিখুঁত ব্যক্তি হল সেই যার আচরণ সর্বোত্তম এবং তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিরা হল তারা যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি সর্বোত্তম আচরণ প্রদর্শন করে। (তিরমিযী,হাদীস সংখ্যা-১১৬২)

❖ আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর হতে বর্ণিত যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "পৃথিবী হল একটি পুঁজি মাত্র এবং পৃথিবীর সবচাইতে উত্তম পুঁজি হল একজন আদর্শ মহিলা।" (মুসলিম,হাদীস সংখ্যা-৩৬৪৩)

❖ হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেনঃ একজন মহিলা আমার কাছে তার দুই মেয়েকে নিয়ে ভিক্ষা করতে আসে, আমি একটা খেজুর ছাড়া আর কিছু পাইনি, যা তাকে দিই। সে এটিকে তার কন্যাদের মধ্যে ভাগ করে দিল এবং নিজে সেখান থেকে কিছুই খেল না। তারপর সে উঠে চলে গেল। যখন মহানবী (সা.) আসলেন এসব কথা তাঁকে আমি বললাম। তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তির কন্যা আছে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে সে দেখতে পাবে যে তারা তার আগুন থেকে বাঁচবার রক্ষা কবচ হয়েছে। (সহীহ্ বোখারী,কিতাবুয যাকাত,হাদীস সংখ্যা-১৪১৮/ সহীহ্ মুসলিম,হাদীস সংখ্যা-৬৬৯৩)

❖ আবূ শুরাইহ আল খুজাই বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্, আমি দুর্বল দুজনের অর্থাৎ এতিম ও মহিলাদের অধিকার রক্ষা করতে পাপীকেও ব্যর্থ ঘোষণা করি।" (নিসাই,পঞ্চম খন্ড, পৃ: ৩৬৩,হাদীস সংখ্যা-৯১৫০)

❖ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন:

মহিলাদের সাথে সদয় আচরণ কর, নারীকে একটি পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পাঁজরের সবচেয়ে কঠিন অংশটি সবচেয়ে বক্র। এটি সোজা করার চেষ্টা করলে তুমি এটি ভেঙে ফেলবে এবং যদি এটিকে একা ছেড়ে যাও তবে এটি আঁকাবাঁকা থাকবে। সুতরাং মহিলাদের সাথে সদয় আচরণ কর।" (সহীহ্ বোখারী,হাদীস সংখ্যা-৩৩৩১)

❖ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেনঃ "কোন মুসলিম পুরুষ যেন কোন মুসলিম মহিলার সাথে কোন বিরোধিতা না করে। সে যদি তার মধ্যে একটি গুণকে অপছন্দ করে তবে সে অন্য একটি (গুণ খুঁজে) পাবে যা তাকে খুশী করবে (সহীহ্ মুসলিম,হাদীস সংখ্যা-৩৬৪৮)

❖ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেনঃ "স্বামী যখন তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডেকে নিয়ে যেতে চায় এবং সে আসে না আর সে তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে রাত্রি কাটায়, সেক্ষেত্রে ফেরেশতারা সেই স্ত্রীর উপর সারা রাত ধরে অভিশাপ দিতে থাকে।" (সহীহ্ বোখারী, কিতাবুন নিকাহ্,হাদীস সংখ্যা-৫১৯৩)

❖ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন ঃ "আমি যদি সিদ্ধান্ত নিতাম যে একজন ব্যক্তির অন্যের সামনে সেজদা করা উচিত, তবে আমি স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।" (তিরমিযী,হাদীস সংখ্যা-১১৫৯)

❖ উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন ঃ "যদি কোন মহিলা মারা যায় এবং স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী,হাদীস সংখ্যা-১১৬১)

❖ উসামা ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেনঃ "আমি পুরুষদের জন্য মহিলাদের চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক পরীক্ষা ছাড়ছি না।" (সহীহ্ বোখারী, কিতাবুন নিকাহ্,হাদীস সংখ্যা-৫০৯৬)

❖ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেনঃ "যে দীনার তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর কিংবা কোন দাসের মুক্তির জন্য যে দীনার ব্যয় কর অথবা যে দীনারটি তুমি কোন দরিদ্রকে দান কর এবং যে দীনারটি তুমি তোমার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য ব্যয় কর, এসবের মধ্যে পুরস্কারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক

সম্মানিত হয় সেটি যা তুমি তোমার স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য ব্যয় করে থাক।" (সহীহ্ মুসলিম,কিতাবুয যাকাত,হাদীস সংখ্যা-২৩১১)

❖ হযরত সাদ ইবনে আবি ওক্কাস (রা.) একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেনঃ "তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু ব্যয় করবে তার পুরস্কার পাবে, এমনকি যা তোমরা তোমাদের স্ত্রীর মুখে রেখেছ।"(সহীহ্ বোখারী কিতাবুল ঈমান ,হাদীস সংখ্যা-৫৬/ সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ওসীয়্যাহ,হাদীস সংখ্যা-৪২০৯)

❖ হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে এতটা ইর্ষা করিনি যা আমি খাদিজা (পবিত্র রসূলের প্রথমা স্ত্রী) কে করতাম, যদিও আমি তাকে কখনও দেখিনি। মহানবী (সা.) প্রায়শই তাঁর কথা উল্লেখ করতেন। যখন কোন ছাগল কাটা হত, তিনি (সা.) এটিকে টুকরো টুকরো করে কাটাতেন এবং খাদিজার বন্ধুদের কাছে পাঠাতেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁকে বলতাম; আপনি তার সম্পর্কে এমন কথা বলছেন যেন খাদিজার সমতুল্য পৃথিবীতে কোনও মহিলা থাকতে পারে না আর তিনি (সা.) বলতেনঃ "সত্যিই তিনি ছিলেন এমনটাই এবং তারই থেকে আমার সন্তান ছিল" (সহীহ্ বোখারী, কিতাবুল মানাকিবিল আনসার,হাদীস সংখ্যা-৩৮১৮/ সহীহ্ মুসলিম,হাদীস সংখ্যা-৬২৭৭)